খণ্ড ৭, সংখ্যা ৮ | ভাবনগর | ডিসেম্বর ২০১৭
Vol. 7, No. 8 | BHĀBANAGARA | December 2017

শ্রীশচন্দ্র বসুর যৌবনকাল ও যোগ সাধনার রচনাকর্ম

কিথ ই. কান্তু

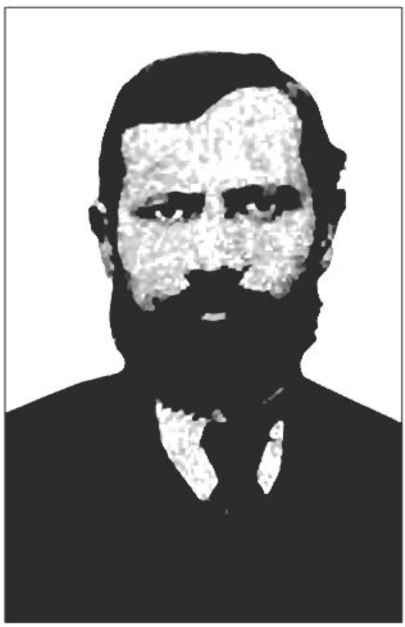

লেখক-গবেষক ও অনুবাদক শ্রীশচন্দ্র বসু

The Youth of Srisacandra Basu and Works on Yogic Sadhana

Keith E. Cantu

Abstract

This article provides a short biographical sketch of Srisacandra Basu / Vasu (1861-1918), one of the most important Bengali author-translators of the nineteenth century. Special reference here is given to Basu's parentage, family, and ancestral home in what is today modern Bangladesh, as well as his experience at college and university in Lahore. I further attempt to demonstrate how his unique upbringing and the early loss of his father contributed to his interest in spiritual pursuits and membership in a variety of societies current at the time, such as the Arya Samaj, Dharma Samaj, and the Theosophical Society. Finally, some consideration is given to the fact that his translations and yogic commentaries were later adopted by Europeans interested in yoga, such as for example Carl Kellner, Theodor Reuss, and Aleister Crowley who all utilized his editions of Hathayogic texts. As such, Basu's work formed an important avenue through which teachings on yoga spread among alternative religio-philosophical and occult traditions.

শ্রীশচন্দ্র বসু (1861-1918 CE) একজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি লেখক, অনুবাদক, ও সাঙ্কেতিক ভাষার গবেষক ছিলেন। কিন্তু, এই আধুনিক যুগে বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ মানুষ তাঁকে প্রায় ভুলে গিয়েছে। কেননা, শ্রীশচন্দ্র বসু প্রধানত ইংরেজি ভাষায় লিখেছিলেন। এই কারণে শ্রীশচন্দ্র আন্তর্জাতিক জগতে বেশি পরিচিত। এই প্রবন্ধতে শ্রীশচন্দ্রের যৌবনকাল নিয়ে একটা ছোট জীবন-চরিত দিয়ে তাঁর যোগ সাধনার আগ্রহ একটু বিশ্লেষণ করবো। পরবর্তীতে আরেকটা প্রবন্ধে শ্রীশচন্দ্রের সাবালকত্ব নিয়ে লিখবো বলে আশা করি।

শ্রীশচন্দ্র বসুর বাবা-মায়ের জন্মস্থান বঙ্গতে, তাঁদের বাড়ি ছিল টেংরা-ভবানিপুর গ্রাম, সাতক্ষীরা জেলা, আধুনিক বাংলাদেশে। কিন্তু শ্রীশচন্দ্র বসু ও তাঁর ছোট ভাই বামনদাস বসু (১৮৬৭-১৯৩০) জন্ম নিয়েছিলেন লাহোরে তথা বৃটিশ পাঞ্জাবে (যা এখন পাকিস্তানে অবস্থিত)।

লেখক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উনার বামনদাসের উপর জীবন-চরিতে তাদের বাবা নিয়ে লিখেন যে,—

> ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবে ইংরেজ-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু পরে শ্যামাচরণ বসু [শ্রীশচন্দ্র বসু ও বামনদাস বসুর বাবা] নামক একটি বাঙালী যুবক লাহোরে উপস্থিত হন।

তার মানে, শ্রীশচন্দ্রের জন্ম নেবার এগার বছর আগে শ্যামাচরণ রেল-গাড়িতে চেপে কলকাতা থেকে লাহোর গিয়েছিলেন। ওই সময়ে তাঁদের ভ্রমণে কয়েক মাস লেগে ছিল। শ্যামচরণ লাহোর পৌঁছে বেদান্ত-দর্শন রেখে দুই বছর একটা মিশনারি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। তারপরে ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কমিশনারের আফিসে কাজে নিযুক্ত হন। শ্যামাচরণ "Head Clerk" হিসেবে একজন বৃটিশ শিক্ষা-অধিকর্তা ওয়িলিয়ম্ দেলাফিল্ড্ আর্নল্ড্ (William Delafield Arnold) অধীনে চাকরি করেন। ফণীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন যে, শ্যামাচরণ খুব ভাল কাজ করতেন; কিন্তু, আর্নল্ড তাঁর খ্রিষ্টান ও ঔপনিবেশিক দৃশ্যের পক্ষপাতের কারণে শ্যামাচরণের জন্য পদোন্নতি দিতে চান নি। একটু পরে আরেকজন ক্যাপ্তন্ ফুর্ল নামের কর্মকর্তা

শ্যামচরণের জন্য পদোন্নতি দিতে চেয়েছেন; কিন্তু শ্যামাচরণ এই সব চাকরির চিন্তার কারণে ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪০ বছর বয়সে মরা যান।

শ্যামাচরণের একটা দামী বাড়ি আর একটু সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। তবে, অন্য বাঙালিরা সেগুলো নিতে চেয়েছে ও শ্যামাচরণের পরিবারকে অনেক কষ্ট দিয়েছিল। যখন শ্যামাচরণ মরা গিয়েছিলেন তখন শ্রীশচন্দ্রের বয়স মাত্র ছয় বছর, আর ছোট ভাই বামনদাসের বয়স ৫ মাস। তখন তাঁদের পরিবার বেশ গরিব অবস্থায় ছিল। তবে, তাঁদের মা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবী পিতৃহারা এই দুজন ভাই ও তাঁদের দুজন বোনকে অনেক যত্নে লালন-পালন করেন। শ্রীরামানন্দ লেখেন, "এই সময়ে তাঁহাদের কানু নামক একজন বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য তাঁহাদের একমাত্র সহায় ছিল," এবং এই কানু যতদিন বেঁচে ছিলেন তাঁদের বাসার ভাড়ার জন্য একটু টাকা দিতেন। তার উপরে অন্য বাঙালিরা ও বৃটিশ মানুষ তাঁদের বাবার ভাল মর্যাদার কারণে তাঁদের পরিবারকে আরেকটু সম্মান দিয়েছিল।

এরকম প্রতিকূল পরিবেশে শ্রীশচন্দ্র বড় হয়ে ওঠেন। তাঁর বাবার ডাক-নাম ছিল "লাহোরের বড় বাবা"। কিন্তু বাবার মরা যাওয়ার পরে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন

শ্রীশচন্দ্র বসুর পূর্বপুরুষের নিবাস বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার টেংরা ভবানিপুর গ্রামের বর্তমানকালের পথ

হয়েছে। ব্যবহারও পরিবর্তন হয়েছে।শ্রীশচন্দ্রের ব্যবহার আরও স্থির হয়েছে। তবে, এ বিষয়ে তিনি খুব কম কথা বলেছেন। ওই সময়ে মিশন স্কুলে পড়াশোনা করতেন, যেখানে তাঁর বাবা শ্যামাচরণ স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু তাঁর জন্য প্রাইভেট টিউটর নিতে পরিবারের যথেষ্ট টাকা ছিল না। এই দিনকালে কয়েকজন বাঙালি তাঁদের বাড়িতে পাড়ার অসহায় সন্তানদেরকে শিক্ষা দিতেন। নীল কমল নামক একজন বাঙালি বাবু শ্রীশচন্দ্রকে সে রকমভাবেই শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁকে এত ভাল ইংরেজি শিখেয়েছিলেন যে, শ্রীশচন্দ্র এন্ট্রান্স ক্ল্যাসের সময় জন মিল্টন ও উইলিয়াম শেক্সপিয়র পড়তে সমর্থন ছিলেন। তিনি খুব ভাল ছাত্র ছিলেন এবং বিজ্ঞান ও অনেক রকমের বিষয় নিয়ে পড়াশোনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাস করে তিনি ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে লাহোর সরকারি কলেজ ভর্তি হন। সেখানে তিনি বৃত্তি পেয়ে ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য সমাজ, এবং থেওসফিকল্ সমাজ সম্পর্কে আকর্ষণ বোধ করেন। তাঁর ক্লাসের বন্ধু লালা শিব দয়াল (Lala Shiv Dyal) লাহোর সরকারি কলেজ সম্পর্কে লেখেছেন —

> In those days the syllabus of studies was stiff and with little choice. In the First Arts Examination every one had to take up English, Mathematics, a classical language, Ancient History, Deductive Logic and Psychology or Inorganic Chemistry. we were all surprised to see that Sirish Chandra, a Bengali boy, took up Persian and Arabic, instead of Sanskrit and in the University Examination took up Inorganic Chemistry instead of Psychology, which he had studied all along. when the result was out Sirish again topped the list of successful candidates.

বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতেরা তাঁকে অনেক যত্ন নিয়েছিলেন। তবে, শ্রীশচন্দ্র সবসময় তাঁদের সাথে মিল [একমত বা সম্পর্ক স্থাপন] করেন নি। শ্রীশচন্দ্রের সাথে তিনজন অধ্যাপকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল, তাঁদের নাম—জিঃ ডুবলিয়ুঃ লাইর্ত্নে (G.W. Leitner), জেঃ সিঃ ওমান্ (J.C. [John Campbell] Oman), এবং মুহম্মদ হুসেন আজাদ (Muhammad Husain Azad)। প্রিন্সিপাল হিসেবে লাইর্ত্নে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনেক কাজ করেন। কিন্তু তিনি একদিন রাগ করে একজন ছাত্রকে ঘা মেরেছিলেন। ফলে শ্রীশচন্দ্র ছাত্রদের একটা বিদ্রোহ লাইর্ত্নে-এর বিপক্ষে নেতৃত্ব দেন। সব অধ্যাপকেরা এত কড়া ছিলো না। জেঃ সিঃ ওমান্ নিয়ে তাই লালা শিব দয়াল লিখেছেন —

> He had the special gift of attracting his pupils to him and for many years Sirish and I with others used to visit his home every Sunday morning. He talked to us freely on such subjects as social, religious and political reform and sowerd the seed which developed to a matured growth in many of his pupils. Mrs. Oman was always very kind to us and took great interest in her husband's pupils.

বামনদাস বসু (বামে) একজন বন্ধু (মধ্যে বসে) এবং শ্রীশচন্দ্র বসু (ডানে)

জেঃ সিঃ ওমান্-এর রচনা ইংরেজি ভাষায় এখনো পাওয়া যায়, তাঁর রচিত বইয়ের মধ্যে রয়েছে—*Indian Life, Religious and Social*, তার দ্বিতীয় সংস্করণ *Indian Life: Cults, Customs and Superstitions of India*, এবং তাঁর আরেকটা বইয়ের নাম *The Mystics, Ascetics, and Saints of India; (A Study of Sadhuism, with an Account of the Yogis, Sanyasis, Bairagis, and other strange Hindu Sectarians)*। একটা প্রধান বিষয় আছে যে, বৃটিশ মানুষ এবং যাদের ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে আগ্রহ বেশি ছিল শ্রীশচন্দ্র তাঁদের সাথে মিল করেছেন।

শ্রীশচন্দ্র শুধু বৃটিশ মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখেন নি। ওই দিনকালের কয়েকজন বিখ্যাত ভারতীয় মানুষের সাথে তাঁর মিল বেশি ছিল। প্রথম দিক তাঁর ফারসি ও আরবি শিক্ষক ছিলেন মুহম্মদ হুসেন আজাদ। মুঃ আজাদ উর্দু কবিতা লিখতেন। আরেক পণ্ডিত শিব নারায়ণ অগ্নিহোত্রী (১৮৫০-১৯২৯), তিনি পরে "স্বামী সত্যানন্দ" নাম গ্রহণ

১. বামনদাস বসু—আহমদনগরের সিভিলসার্জনরূপে, ২. শ্রীশচন্দ্র বসু, ৩. মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী
৪. বামনদাসের সহর্মিনী, ৫. ভুবনেশ্বরী আশ্রম—বসুদেব এলাহাবাদস্থিত বাড়ি

করেন। নারায়ণ অগ্নিহোত্রী লাহোর ডিসট্রিক্ট স্কুলে একজন অঙ্কল শিক্ষক [ড্রাইং ম্যাস্তের] ছিলেন। তিনি এমন একজন শিক্ষক ছিলেন, যিনি চাকরির জন্য ঘুরতেন, আসা-যাওয়া করতেন। এক পর্যায়ে তিনি সন্ন্যাস নিয়ে দেব সমাজ স্থাপনা করেন এবং "দেব গুরু ভগবান"-এর নাম নিয়েছিলেন। লাহোরের ছাত্রছাত্রী তাঁকে সম্মান করতেন, কিন্তু নারায়ণ অগ্নিহোত্রী সন্ন্যাস নিয়ে আবার যখন বিয়ে করেন তখন ছাত্রছাত্রীরা তাঁর সেই ব্যবহারের প্রতি প্রশ্ন করেন। যা হোক, আমরা জানি যে, শ্রীশচন্দ্র বসু এই নারায়ণ অগ্নিহোত্রীর সাথে পরিচিত ছিলেন ও তাঁর সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশচন্দ্রের সাথে আরও কয়েকজন পরিচিত ছিলেন। একজন ছিল দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ), তিনি আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম নেতা। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে লাহোরে এসে জনপ্রিয় বক্তৃতা দিয়েছেন এবং শ্রীশচন্দ্র এইগুলো বক্তৃতা ও তাঁর সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রায় একই সময়ে (১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ) আর তিনজন লাহোরে ছিলেন—হেলেনা পেত্রোভ্না ব্লাভাত্স্কি, হেন্রি ওল্কাত্, ও শ্রী সভাপতি স্বামী। আমি আগে এই ভাবনগর পত্রিকায় তাদেরকে নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম এবং এই সব সম্পর্ক আমি আমার পিঃ এচঃ ডিঃ থেসিসে বিশ্লেষণ করছি। এখানে শুধু বলতে চাই যে, যদিও ব্লাভাত্স্কি ও অল্কাত্ সভাপতিকে প্রত্যাখ্যান করে দয়ানন্দ সরস্বতীকে সহায়তা করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, শ্রীশচন্দ্র সভাপতির ভাব সম্মান করেছেন ও তাঁর

লাহোর সরকারি কলেজের সামনে শ্রীশচন্দ্র বসু, ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ। ছবিসূত্র : বৃটিশ লাইব্রেরি

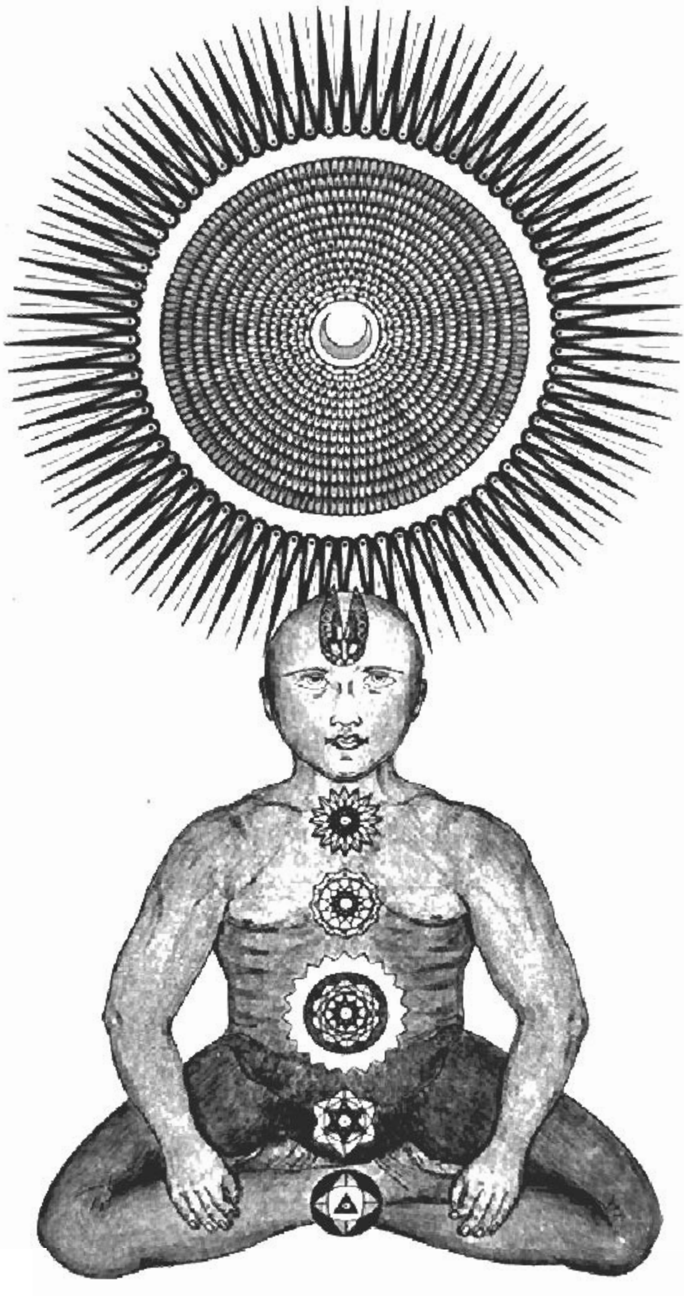

অজানা শিল্পীর আঁকা শিব-সংহিতার চক্র-ক্রম, ছবিসূত্র : *The Equinox I (4), 1910*

গ্রন্থের সম্পাদক হতে চেয়েছেন। মনে হয়, এই বাঙালির এত সুদৃষ্টি একজন নাথ যোগী থেকে পেয়েছেন। আমরা জানি যে, একজন কানফাটা যোগীর সাথে সম্পর্ক ছিল। ওখানে গিয়ে একটু যোগ সাধনার শিক্ষা পেয়েছেন—

> He owed much of his knowledge of Hinduism and the rites and ceremonies of Guru Gorakhnath's sect to this ascetic, whom he always held in great reverence.

পরের প্রবন্ধে যেভাবে শ্রীশচন্দ্র আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত রাম প্রসাদ (Rama Prasad) ও আর একজন রতন চাঁদ বারির (Ratan Chund Bary) সাথে দেখা হয়েছে সে বিষয়ে লিখবো। সেই সাথে তাঁর হঠযোগের সাথে জটিল সম্পর্ক নিয়ে লিখবো। কেননা, তাঁর ভাই বামনদাস বসুর সাথে "সেক্রেদ বুক্সস অব ডা হিন্দুস্" প্রকাশ করেছেন। এই সিরিজ্-এর মধ্যে একটা প্রকাশন ছিল *শিব-সংহিতা*। পরের কালে বসুর অনুবাদগুলো ও তাঁদের ভূমিকা অনেক বিস্তারিত হয়ে গিয়েছিল। তিনজন বিশেষভাবে তাঁর অনুবাদ পড়েছেন—কার্ল কেল্‌নের্ (Carl Kellner), থেওর্দ রইস্ (Theodor Reuss), ও আলিস্টের ক্রোলি (Aleister Crowley)। এই তিনজন ইউরোপীয় মানুষ এই বাঙালির অনুবাদ পড়ে যোগ-সাধনা নিয়ে এক রকমের ধারণা পেয়ে তাঁদের আধ্যাত্মিক দর্শনের

গবেষক ও ভাব সাধক কিথ ই. কান্ত এবং তার সন্তান এডিড (ডানে)
স্ত্রী ম্যাডেলিন বেকের (মাঝে) ও শাশুড়ি ক্যারোলাইন বেকের (বামে)

সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। অবশ্যই শুধু তারা নয়, অন্যান্য ভারতীয় যোগ-সাধক শ্রীশচন্দ্রের রচনা পড়েছেন। আমরা এখন যোগ-সাধনা নিয়ে আরও অনেক জানি, কিন্তু উনিশ ও প্রথম দিকে বিশ শতাব্দী মানুষের জন্য এই রকমের ধারণা নিতে অনেক কঠিন ছিল। এর জন্য আমার মনে হয় যে, শ্রীশচন্দ্রের রচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীশচন্দ্রের রচনার আরও অনেক গুণ আছে। এখন এই দিকের প্রতি অধ্যাপকদের আগ্রহ হয়তো কিছুটা কমে গিয়েছে। তবু ওই দিনকালের একজন বাঙালি এতো ভাল কাজ করে গিয়েছেন, তার জন্য তাঁর প্রতি আধ্যাত্মিক জগতের লোকজনের কৃতজ্ঞ জানানো উচিত।

কেউ কি জানেন যে, বাংলাদেশের সাতক্ষীরার জেলাতে এই কাজের একটা মূল আছে। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে টেংরা-ভবানিপুরের শ্যামাচরণকে ও শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দেবীকে তাঁদের জ্ঞানী ছেলেমেয়েদের জন্য আমার কৃতজ্ঞ জানাই।

তথ্যনির্দেশ

১. Phanindranath Bose, *Life of Sris Chandra Basu* (Calcutta: R. Chatterjee, 1932).

২. শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "বামন্দাস বসু," *প্রবাসী* ৩০শ ভাগ, ২য় খণ্ড, ৪০০-৪০৮।

৩. চট্টোপাধ্যায়, "বামন্দাস বসু," ৪০০।

৪. Bose, *Life of Sris Chandra Basu*, 21.

৫. Bose, *Life of Sris Chandra Basu,* 59-60.

৬. Bose, *Life of Sris Chandra Basu,* 63.

৭. শিব দয়ালের কথা Bose, *Life of Sris Chandra Basu*-তে, 63-64.

৮. শিব দয়ালের কথা Bose, *Life of Sris Chandra Basu*-তে, 63-64.

৯. Keith Cantú, "সভাপতি স্বামীর জীবনসাধনার স্বরূপ ও বাংলার যোগ-সাধনার সাদৃশ্য বিচার" in *Bhabanagara:* International Journal of Bengali Studies, 3, No. 3 (October 2015).

১০. Bose, *Life of Sris Chandra Basu,* 70.

১১. এই বিষয় নিয়ে আরো জানতে দেখুন Mark Singleton, *Yoga Body: The Origins of Modern Posture Practice* (Oxford and New York: Oxford University Press, 2010).

১২. শ্রীশচন্দ্রের আগের অনুবাদ প্রকাশন ছিল। একটা ছিল S.C. Basu, *Shiva Sanhita* [Dhole's Vedanta Series] (Calcutta, 1893)। নতুন একাডেমিক সংস্করণ ও অনুবাদ আছে—*The Shiva Samhita:* A Critical Edition and An English Translation,

trans. Mallinson (Woodstock, NY: YogaVidya, 2007)।শ্রীশচন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে লিখেছে, কিন্তু একটু ভুল করেন যে বজ্রোলি মুদ্রা নিয়ে শ্লোক মুছে ফেলেন। ম্যাল্লিন্সন সঠিক লিখেন যে "সেক্রেদ বুক্সস অব ডা হিন্দুস্"-এর সংস্করণে বজ্রোলি মুদ্রার শ্লোক নেই, কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের আগের অনুবাদে এইগুলো শ্লোক আছে। দেখুন Keith Cantú, "The Mystic Anatomy of Theodor Reuss," প্রকাশন হচ্ছে।

১২. Keith Cantú, "আলিস্টের ক্রোলির যোগসাধনা - বাংলার বাউল-সুফি সাধনার সাদৃশ্য অনুসন্ধান," in *Bhabanagara:* International Journal of Bengali Studies II, no. 2 (Apr 2015). ক্রোলি শ্রী সভাপতি স্বামীর উপরও লিখেছেন, আর আমরা জানতে পারি যে শ্রীশচন্দ্রের সম্পাদনার সংস্করণ ছিল।